মিরপুরে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ার মিরপুরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব ১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব ১৭) উদ্বোধন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রবিবার বিকেলে এর উদ্বোধন করেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

তিনি বলেন, এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের আগামী দিনের জাতীয় মানের খেলোয়াড় তৈরি হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং ভ্রাতৃত্ববোধ, নিষ্ঠা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর চেতনায় মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়বার শপথে এবং একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার গভীর অভিপ্রায়ে সুস্থ, সবল ও কর্মঠ হিসেবে তরুণ সমাজকে প্রস্তুত করতে এই ধরনের উদ্যোগে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল কাদের, মিরপুর পৌরসভার মেয়র হাজী এনামুল হক মালিথা, মিরপুুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়াদ্দারসহ মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

খেলায় ৩-০গোলে ছাতিয়ান ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ ধুবাইল ইউনিয়ন ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে।

কুষ্টিয়ায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে যুবক গ্রেফতার

কুষ্টিয়ায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী মোঃ ওমর ফারুক (৩১) নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। গতকাল রবিবার র্যাবের প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানা গেছে।

গ্রেফতারকৃত মোঃ ওমর ফারুক ভেড়ামারা উপজেলার সাতবাড়িয়া এলাকার আজমল হোসেনের ছেলে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কুষ্টিয়ায় র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান এর নেতৃত্বে একটি চৌকষ আভিযানিক দল রবিবার বিকাল সাড়ে ৬টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের দিশা টাওয়ার এর সামনে একটি অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী মোঃ ওমর ফারুককে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে ধৃত আসামীকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তার চেক পেলেন ১৪৮ সাংবাদিক

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকদের মাঝে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অনুদান ও করোনাকালীন প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করা হয়েছে। রোববার দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের দিশা টাওয়ারের কনফারেন্স রুমে এসব চেক বিতরণ করা হয়।

সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার আয়োজনে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের মাঝে চেক প্রদান করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন।

বাংলাদেশ কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাষ চন্দ্র বাদলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএফইউজে- সভাপতি ওমর ফারুক, কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক শারমিন আক্তার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফরহাদ হোসেন খান,বিএফইউজে সহ-সভাপতি আফরোজা আক্তার ডিউ, কোষাধক্ষ্য খায়রুজ্জামান কামাল প্রমুখ।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসি’র সহ-সভাপতি মীর আল আরেফিন বাবু, সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানাসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সভাপতি হাজী রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে প্রাপ্ত কুষ্টিয়ার কর্মরত ১৩৭ জনকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ১৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা, ৩ জনকে ১ লাখ টাকা ও ৮ জনকে ৫০ হাজার করে সর্বমোট ২০ লাখ ৭০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় বেড়েই চলেছে চালের দাম

কুষ্টিয়ায় বেড়েই চলেছে চালের দাম। বোরো ধানের ভরা মৌসুমেও চালভেদে দাম বেড়েছে তিন থেকে চার টাকা। এ নিয়ে একমাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে ছয় দফায় কুষ্টিয়ায় চালের দাম কেজিপ্রতি ৮ থেকে ১০ টাকা বেড়েছে।

দফায় দফায় চালের দাম বৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠেছে ক্রেতাদের। সবার এখন একটায় প্রশ্ন—চালের দাম শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে সব ধরনের চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সব জায়গায় এর প্রভাব পড়বে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

সরেজমিন কুষ্টিয়া শহরের পৌর বাজার ও বড় বাজার ঘুরে চাল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঈদের এক-দুদিন আগে থেকেই কুষ্টিয়ায় চালের দাম বৃদ্ধি শুরু হয়। ঈদের পর থেকে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে চালের দাম। সর্বশেষ গত শনিবার থেকে কুষ্টিয়ায় চালের দাম এক লাফে কেজিতে চার টাকা বেড়েছে।

গত শনিবার থেকে কুষ্টিয়ার চালের বাজারে অটো রাইচ মিলে ভাঙানো মিনিকেট চাল ৬৬-৬৭ টাকা কেজি ২৩ মে ছিল ৬৪ টাকা, সাধারণ মিনিকেট ৬৪ টাকা, অটো রাইচ মিলে ভাঙানো কাজললতা ৫৭ টাকা, কাজললতা সাধারণ ৫২ টাকা, অটো রাইচ মিলে ভাঙানো বাসমতি ৭৬ টাকা থেকে কেজিতে ৪ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ টাকায়, সাধারণ বাসমতি ৭৬ টাকা, অটো রাইচ মিলে ভাঙানো কাটারীভোগ ৭২ টাকা, নাজিরশাইল ৭৮ টাকা ও অটো রাইচ মিলে ভাঙানো পাইজাম ৪৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

কুষ্টিয়া পৌর বাজারের চাল ব্যবসায়ী আনিস জানান, দুদিন আগে মিল গেটে যে দামে তারা চাল কিনছেন, পরের দিন সে দামে আর চাল কিনতে পারছেন না। বেশি দামে চাল কিনে আনতে হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘মিল গেটে চালের দাম বেশি থাকলে আমরা কম দামে কীভাবে বিক্রি করবো?’ মে মাসজুড়ে বৃষ্টিপাত এবং ঘূর্ণিঝড় আশানির প্রভাবে ধানের বাজার চড়া বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগর মিল গেটে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মিল গেটেও চালের দাম দফায় দফায় বেড়ে যাচ্ছে। খাজানগরের গোল্ডেন অটো রাইচ মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিহাদুজ্জামান জিকু জানান, বৃষ্টিপাত এবং ঘূর্ণিঝড়ের কারণে এ জেলার কৃষকদের প্রায় ৩০ ভাগ ধান মাঠেই নষ্ট হয়ে গেছে। যে কারণে বর্তমানে ধানের বাজার চড়া। প্রতিনিয়ত ধানের দাম বাড়ছে। ফলে বাধ্য হয়েই তাদেরকেও চালের দাম বাড়াতে হচ্ছে।

তিনি জানান, মে মাসের শুরুতে মিনিকেট (সরু) ধানের বাজার ছিল ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা মণ। এখন সেই ধান বাজারে ১৫০০ টাকা মণ কিনতে হচ্ছে। একইভাবে কাজললতা ১৩০০, আঠাশ ১৩০০ থেকে সাড়ে ১৪০০ এবং বাসমতি ১৫৫০ থেকে ১৬০০ টাকা মণ কিনতে হচ্ছে।

বর্তমানে খাজানগর মিল গেটে এক বস্তা (৫০ কেজি) মিনিকেট

প্রকারভেদে ৩১০০ থেকে ৩২৫০ টাকা, কাজললতা ২৭০০ থেকে ২৮০০ টাকা এবং ২৫ কেজির বস্তা বাসমতি চাল ১৮০০ থেকে ১৯০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে চালের দাম দফায় দফায় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হিসেবে খাজানগরের এক শ্রেণির মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী এবং সিন্ডিকেটকে দায়ী করছেন সাধারণ ক্রেতারা।

চাল কিনতে আসা রিকশাচালক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, চালের দাম বেড়েই চলেছে। আমরা চাল কিনতে গিয়ে হাপিয়ে উঠছি। মানুষজনের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

বাংলাদেশ অটো মেজর হাসকিং রাইচ মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশী বলেন. বর্তমান সময়ে সিন্ডিকেট করে চালের দাম বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, বৃষ্টির কারণে মাঠের অনেক ধান নষ্ট হয়ে গেছে। যে কারণে ধানের বাজার চড়া থাকছে। বেশি দামে ধান কেনার কারণে চালের দামও বেড়ে যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এবার জেলার ছয়টি উপজেলায় চলতি বোরো মৌসুমে ধানের উচ্চফলন হয়েছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, জেলায় চলতি বোরো মৌসুমে ৩৫ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সেখানে আবাদ হয়েছে ৩৫ হাজার ২১৫ হেক্টর জমিতে।

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ৫৪ হাজার ৪৭৮ মেট্রিক টন। এ বছর ফলন বেশ ভালো হওয়ার আশা করছে কৃষি বিভাগ।

মেহেরপুরে মিথ্যা মামলা করতে এসে জেলে গেলেন বাদী

মামলা দায়ের করতে গিয়ে আসামি হয়ে জেলে গেলেন স্বয়ং বাদী।

আজ রবিবার (২৯ মে) মেহেরপুর আমলি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম,

শরিয়ত উল্লাহ্ মিথ্যা মামলা দায়ের করায় বাদীর বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেন এবং তাকে জেলহাজতে প্রেরনের নির্দেশ প্রদান করেন।
আদালত সূত্রে জানা যায়, মো: মিজানুর রহমান নামে এক ব্যক্তি ৬ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি বলেন, আসামিরা ৬ জন মিলে ধারালো রাম দা, হাসুয়া, বটি এবং রড দিয়ে বাদীকে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথা, গলা এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেন। রাম দা ও হাসুয়ার কোপে তার মাথায় রক্তাক্ত হাড় ভাঙ্গা জখম হয়। এছাড়া গলা এবং হাতে মারাত্মক আঘাত লাগে। ভিকটিম মো: মিজানুর রহমান নিজে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করতে আসেন।

আদালতে হলফ করে সে ঘটনার এমন বর্ণনা প্রদান করেন। তার মাথা, গলা এবং হতে রক্তমাখা ব্যান্ডেজ দেখা যায়। কিন্তু, আঘাতের বর্ণনা এবং হামলার ধরন শুনে আদালতের সন্দেহ হয়। জবানবন্দি রেকর্ড করার পর আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ তার আঘাত দেখতে চান। আদালতে তার মাথা, গলা এবং হাতের ব্যান্ডেজ খোলা হয়। এবার দেখা যায় তার শরীরে এমন কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, সামান্য আঁচড়ের মত চিহ্ন আছে। এছাড়া চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র দেখেও বাদীর বর্ণনা মিথ্যা মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিধায় আদালত মামলাটি ফৌজদারি কার্যবিধির ২০৩ ধারায় খারিজ করে দেন। একই সাথে মিথ্যা মামলা এবং হলফ করে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ায় তার বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করে বাদীকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মেহেরপুর শহরে সাংবাদিকের বাড়ি ঘরে হামলা ও ভাঙচুর

পূর্ব শত্রতার জের ধরে বাড়ির সীমানা প্রাচীর ভাঙচুর ও বাড়ির মালিককে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারা ও হুমকী দিয়েছে প্রতিপক্ষরা।
আজ রবিবার (২৯ মে) মেহেরপুর শহরের কাঁশারীপাড়া এলাকায় দৈনিক পক্ষকালের সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের বাড়িতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। হামলাকারী একই পাড়ার গোলাম রহমানের ছেলে আব্দুল করিম, মো: বিল্টু ও মন্টু ।

এঘটনায় সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল জানান, পূর্ব শত্রতার জের ধরে প্রতিপক্ষরা দীর্ঘদিন যাবৎ আমার বাড়িতে অত্যাচার করে আসছে। ২৭ তারিখ দিবাগত রাত আনুমানিক তিনটার দিকে তারা তিনজন আমার বাড়ির সীমানা প্রাচীর ভাঙচুর শুরু করে। আমি তাদের নিষেধ করলে আমাকে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারে। এছাড়া নানাভাবে হুমকী ধামকী দেই। আমার সীমানা প্রাচীর ভাঙাতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

আমি মেহেরপুর সদর থানায় বাদী হয়ে তিনজনকে আসামী করে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রবাসীর স্ত্রীর মৃত্যু

টয়লেট পরিষ্কার করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে সারমিন আক্তার (৩৮) নামের এক গৃহবধুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ রোববার (২৯ মে) বিকেলে নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। শারমিন আক্তার গাংনী উপজেলার বড় বামন্দী গ্রামের প্রবাসী আরেজুল হকের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শারমিন আক্তার বিকেলে বাড়ির টয়লেট পরিষ্কার করছিলেন। এ সময় বৈদ্যুতিক মোটরের লাইনে বিদ্যুতায়িত হয়ে তিনি পড়ে ছিলেন। পরে আশেপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। মরদেহ নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে নেয় পরিবারের লোকজন।

শারমিন আক্তার দুই ছেলে মেয়ের জননী। স্বামী ও ছেলে প্রবাসে। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে তিনি বাড়িতে বসবাস করতেন।

মেহেরপুরে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর হেল্প ফাউন্ডেশনের আয়োজনে সদর উপজেলার উত্তরশালিকা গ্রামের ৫ শতাধিক দরিদ্র অসহায় রোগীদের মাঝে ফ্রী মেডিকেল চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে।

আজ রবিবার (২৯ মে) সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত উত্তর শালিকা গ্রামের হাট প্রাঙ্গণে এই ফ্রী মেডিকেল সেবা প্রদান করেন হেল্প ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইকো কাউন্সিলিং ও ফিজিও থেরাপিষ্ট ও পুষ্টিবিদ দিলারা জাহান ও খুলনা মেডিকেল কলেজের ইউনানি চিকিৎসক শামীম রেজা।

এসময় হেল্প ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা সাংবাদিক রফিকুল আলম, সাংবাদিক আলামিন হোসেন, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক মহিবুল ইসলাম ও উত্তর শালিকা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যাক্তি আব্দুল বারী উপস্থিত ছিলেন।

ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পে এলাকার অসহায় দরিদ্র ৫ শতাধিক রোগীকে হাপানি, ডায়াবেটিকস, এ্যাজমা, হাটু, মাজা ও শিরায় ব্যাথাসহ ফিজিও থেরাপি চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে আদালত চত্তরে দুই পুলিশ সদস্যকে কিল ঘুষি মারল আসামী

আদালত চত্ত¡রেই পুলিশের উপর হামলা চালালো নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার আসামী আব্দুল মাবুদ। আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন- পুলিশ

কনস্টেবল আজিমুদ্দীন ও রেজাউল ইসলাম।

তাদেরকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানান মেহেরপুর কোর্ট ইনেসপেক্টর মহম্মদ আলী।

আজ রবিবার (২৯ মে) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতে এ ঘটনা ঘটে। এঘটনায় হামলাকারী আব্দুল মাবুদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সে নারী ও শিশু নির্যতন দমন আইনের একটি মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন। আব্দুল মাবুদ গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের সানোয়ার হোসেনের সনি মিয়ার ছেলে।

কোর্ট ইনসপেক্টর গোলাম মহাম্মদ আলী জানান, আসামী আব্দুল মাবুদের স্ত্রী হাড়িয়াদহ গ্রামের জেসমিন খাতুন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার আসামি হিসেবে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতে হাজিরা দিতে আসেন। মামলায় বাদি পক্ষের কয়েকজন স্বাক্ষ্য দিলে সে আদালত চত্তরেই তাদেরকে উচ্চস্বরে হুমকি দেন মাবুদ।
এক পর্যায়ে মাবুদ উত্তেজিত হয়ে পড়লে আদালতে দায়িত্ব পালনকারী দুই পুলিশ সদস্য তাকে নিবৃত করার চেষ্টা করেন। এতে আব্দুল মাবুদ তাদের উপর আক্রমণ করে। উপর্যুপরি কিল-ঘুষি দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে সে। এসময় পুলিশ তাকে আটক করতে সক্ষম হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আদালতে কর্মরত পুলিশ পরিদর্শক গোলাম মোহাম্মদ জানান, সরকারি কাজে বাধা প্রদান ও আদালতে বিশৃংখলা সৃষ্টির দায়ে মাবুদের নামে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাকে থানার মাধ্যমে জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

কার্পাসডাঙ্গায় রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করলেন

:চেয়ারম্যান আব্দুল করিম

দামুড়হুদার আরামডাঙ্গা গ্রামের কৃষকদের দীর্ঘদিনের মাঠের রাস্তার দুর্ভোগের অবসান ঘটালেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান করিম বিশ্বাস। রাস্তা না থাকায় চরম দূর্ভোগ পোহাতে হয়েছে ওই গ্রামের কৃষকদের।

আজ রোববার (২৯ মে) বেলা ১২ টার দিকে আরামডাঙ্গা গ্রামের মাঝপাড়া সাত্তার ও মিঠু বাড়ির পাশ থেকে রাস্তা তৈরী কাজের উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্ধোধনী কালে আব্দুল করিম বিশ্বাস বলেন, ‘আরামডাঙ্গা গ্রামের প্রায় এক হাজার বিঘার জমির ফসল বাড়িতে আনতে হলে চাষিদের চরম দূর্ভোগ পোহাতে হয়। এই দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে নতুন রাস্তার কাজ শুরু করেছি।

এই রাস্তাটি হলে গ্রামবাসীর মাঠের ফসল বাড়িতে আনতে আর কষ্ট হবে না। দীর্ঘদিন যাবৎ রাস্তা না থাকায় কৃষকদের আনুমানিক এক হাজার বিঘার জমির ফসল ঘরে তুলতে চরম দুর্ভোগ ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়।

রাস্তা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বার বিল্লাল হোসেন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলীসহ আরামডাঙ্গা গ্রামবাসী বৃন্দ।